উন্মূলিতালতা নাটক।

শ্রীশশধর ঘোষ

দ্বারা

প্রণীত ও প্রকাশিত।

সাং কাটিপাড়া

প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।

কালিদাস।

কঃ সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।

তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুডুপেনাস্মি সাগরং।

রঘুবংশ।

খঞ্জের ছুটিতে ইচ্ছা, বধির বাক্যে শুনিতে।

তেমতি আমার সাধ পুস্তক লিখিতে।

চরমে কি ফল এ যে ব বিবেক দান।

মিষ্টি কিম্বা তিক্ত হবে এবে নাহি জ্ঞান।

কলিকাতা।

১০৭ নং, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কর-প্রেসে,

শ্রীযদুনাথ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৫ সাল। আশ্বিন।

উপহার।

পরমারাধ্যতম শ্রীযুক্ত বাবু বংশীধর ঘোষ

পিতৃব্যমহাশয় শ্রীপাদপদ্মেষু।

তাতঃ!

আমি শৈশবাবস্থায় পিতৃহীন হওয়ায়, আপনি আমার বাল্যকাল হইতে যথেষ্ট স্নেহ ও শ্রম সহকারে লালন পালন করিয়া আসিতেছেন; এবং বিদ্যাভ্যাস জন্য বহুতর উপদেশাদি প্রদান করতঃ বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছেন। তন্নিবন্ধন অদ্য মদীয় লেখনী নিঃসৃত এই "উন্মুলিতালতা" আপনার সেই পরিশ্রমের ফলস্বরূপে পরিণত হইলেও হইতে পারে। এইক্ষণে এই লতাটী ভবদীয় শ্রীকরকমলে ভক্তি সহকারে অর্পণ করিলাম; মহাশয় যে ইহাকে সন্তোষ নয়নে নিরীক্ষণ করিবেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দর্য্য বিহীন দেখায় না। বিশেষ আমার যে পরিমাণ জ্ঞান ও বুদ্ধি তাহা মহাশয়ের যত্নেই লাভ হইয়াছে এবং আমার এ দেহ যখন ভবদীয় যত্নে বর্দ্ধিত তখন আমার হস্তার্জ্জিতা লতাটী যে মহাশয়ের আনন্দদায়িনী হইবে সংশয় নাই। পরিশেষে বদ্ধাঞ্জলিপূর্ব্বক নিবেদন যে, যদিও এটী উন্মুলিতা লতা, তত্রাপী যেন আপনার স্নেহরস অভাবে লতাটী শুষ্কতা প্রাপ্ত না হয় ইতি।

১২৮৫ আশ্বিন। ভবদীয় একান্তচরণধ্যায়ি।

শশধর।

"উন্মুলিতালতা" সম্বন্ধে বান্ধবের অভিপ্রায়।

শ্রীযুক্ত বাবু শশধর ঘোষ—

বান্ধবপ্রবর সমীপেষু

প্রিয়তম।

সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া সাধারণের ভাগ্যে সহজে ঘটে না; কিন্তু কি জানি—কি অমানুষিক দৈববলে অল্পদিনের মধ্যে,—এমন কি, এক দিবসের দর্শনেই আমাদিগের উভয়ের মনে বিধিসৃজিত বন্ধুতাভাব আকস্মিক ঘটনার ন্যায় বদ্ধমূল হইয়াছে। আমার সাধ্য নাই যে, সে সূত্র ছিন্ন করি—দর্প করিয়া বলিতে পারি তোমারও সাধ্য নাই যে এ নবজীবনে সে সূত্র ছিন্ন কর। তোমার "উন্মুলিতা লতা" তোমারি দ্বারা পঠিত হইল, আনন্দ মনে শ্রবণ করিলাম,—শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম কি না,—তাহা তুমিই বলিতে পার, কারণ সে সময়ের সেই ভাব, সেই "কাল্পনিক" অনন্ত ভাব যাহা আমার চক্ষে বিম্বিত হইয়াছিল তাহা কেবল তুমিই বুঝিতে পারিয়াছ। আর অধিক কি বলিব, আমি "উন্মুলিতা লতার" ভাষা দেখি নাই, ভাব দেখি নাই, অথচ সমস্তই দেখিয়াছি। হৃদয়ের স্তরে স্তরে উন্মুলিতা লতাটিকে আবদ্ধ করিয়াছি। দৃশ্য কাব্যের বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিলাম; তোমার "উন্মুলিতা লতা" সাধারণের হৃদয়কে মোহিত করিবে নিঃসন্দেহ। আমিও একজন সাধারণ, আমার চক্ষে যাহা সুন্দর, অপরের চক্ষে তাহার মনোহারিতা অবশ্যই দৃষ্ট হইবে। পূর্ব্বে শ্রুত ছিলাম কাটিপাড়ার জমীদারগণ প্রত্যেকেই সাহিত্য বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেন। এক্ষণে তাহা দেখিলাম, শ্রুতবিষয় সত্যে পরিণত হইল। বন্ধুভাবে পরামর্শ দিই আজীবন এই সংকার্য্যে ব্যাপৃত থাক. সময়ে যথেষ্ট উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। ইতি সন ১২৮৫ সাল আশ্বিন।

ভবদীয় শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র।

ভূমিকা।

দৃশ্যকাব্যামোদিমহোদয়গণ!

চিরবাঞ্ছিত ফললাভে আজ আমি বদ্ধ-পরিকর হইয়া, সাহিত্য পন্থায় উপস্থিত হইয়াছি; এখন অদৃষ্টে কি আছে জানিনা, ভবিষ্যতের উদরকন্দরে বিষময় ফল কি মন্দার কানন সমুৎপন্ন পারিজাত কুসুম নিহিত আছে তাহা এই নবীন কবির চিন্তার অতীত। আমার পিতৃ-স্বসা পুত্র পূজ্যপাদ ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় এক দিবস আমায় বলিয়াছিলেন "ভ্রাতঃ সাহিত্য পন্থায় প্রবল শত্রুর অভাব নাই, প্রতিপদে কণ্টক বিদ্ধ হয়।" সেই কথাটী আমি গুরুবাক্যের ন্যায় স্মরণ রাখিয়াছিলাম, কিন্তু কল্পনাদেবীর মনমোহিনী মূর্ত্তি আমায় উন্মত্ত করিয়াছে; হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছি, গুরুবাক্য অবহেলা করিয়া সাহিত্য পন্থায় উপস্থিত, বায়ু তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে কল্পনা মৃদুহাস্যে আমায় আহ্বান করিতেছেন, আমিও অগ্রসর হইতেছি। শত্রু বিনাশোপযোগী অস্ত্র শস্ত্রও আছে, কিন্তু আমি অস্ত্র চালনে অশি-ক্ষিত, হয় ত রক্ষা নাই, নয় ত এই প্রথম উদ্যমে নবীন কবির আশালতা, উন্মূলিতা হয়! এইক্ষণে ভাবুকবৃন্দের নিকট আমার নিবেদন যে তাঁহারাই আমার বল, বুদ্ধি, ভরসা। ভরসা দেন—কল্পনাসুন্দরীর বিমল হাসি কোবিদ্ হৃদয়কে জ্যোতির্ম্ময় করিবে, নিরাশ করেন এই নব প্রসূত উন্মূলিতালতার সঙ্গে সঙ্গেই নবীন কবির ভবিষ্যতের আশা লতা উন্মূলিতা হবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে মদীয় সহৃদয় মিত্রবর "আদর্শ-সতী" প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের উৎসাহ এবং অকৃত্রিম যত্ন ভিন্ন এই দৃশ্য কাব্য কখনই জনসাধারণের নয়নগোচর হইত না; আরো বক্তব্য যে ন্যাশন্যাল্ থিয়েটরস্থ অপেরা মাষ্টার ও মিউজিক্যাল্ ডাইরেক্টর (সঙ্গীত অধ্যাপক) শ্রীযুক্ত বাবু রামতারণ সান্যাল মহাশয় সংগীত কএকটীর সুর সম্বন্ধে সাহার্য্য প্রদান করিয়াছেন।

সাং কাটিপাড়া
সন ১২৮৫ সাল আশ্বিন।

শ্রীশশধর ঘোষ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

নৃপেন্দ্রনাথ রায়।	... ...	গোবিন্দপুরস্থ জমিদার।
দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়।	(নায়ক)	নৃপেন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র।
মণিলাল দত্ত।	... ...	দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের সহচর।
জয়রাম সরকার।	.. ...	গোবিন্দপুরস্থ জনৈক গৃহস্থ।
কেশবলাল বসু।	... ..	জয়রামের আত্মীয় বা ভাবী জামাতা।
গোপাল চক্রবর্ত্তী।	..	কেশবলালের অনুচর ব্রাহ্মণ।

ডাক্তার, বৈদ্য, বেহারা ইত্যাদি।

স্ত্রী গণ।

কমলা।	... ...	নৃপেন্দ্রনাথ রায়ের বণিতা।
মনোরমা।	... ...	নৃপেন্দ্রনাথ রায়ের দুহিতা।
মোক্ষদা।	... .	জয়রাম সরকারের স্ত্রী।
বিনদিনী।	(নায়িকা) ...	জয়রাম সরকারের অবিবাহিত কন্যা।
প্রমদা।	... ...	বিনদিনীর সহচরী।
গৌরবী।	... ...	কমলার দাসী।

উন্মূলিতা লতা নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গোবিন্দপুরস্থ—কুসুমোদ্যান।

দ্বিজেন্দ্ররায়ের প্রবেশ।

দ্বিজেন। (স্বগত) হায়! কিসে আমার মন সুস্থ থাক্‌বে, এবং সর্ব্বদা সুখসচ্ছন্দতা লাভ কর্‌বো বলে যতই চেষ্টা করি, ততই দুস্তর চিন্তা কালস্বরূপ হইয়া আমাকে দিবা নিশি দগ্ধ কচ্ছে। উঃ! চিন্তা কি ভয়ানক বস্তু, এ জ্বর একবার যার শরীরে প্রবেশ করে নিশ্চয়ই তাকে সর্ব্ব সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে চির রুগ্ন হয়ে থাক্‌তে হয়। হায়! কোথায় আমি আত্মীয় স্বজন সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ কর্‌বো ও বিষয় কার্য্য পর্য্যাবেক্ষণ করিয়া লোকের অনুরাগভাজন

হবো, তা না হয়ে এই নির্জ্জন উদ্যানে বসে কেবল চিন্তাই কর্‌চি! যে সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে প্রাণের সহিত ভাল বাস্‌তেম্‌, যাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ কর্‌তে ক্লেশ বোধ হতো, সেই, আমি কিনা এক্ষণে নির্জ্জনে বসে কেবল চিন্তা কর্‌তেই ভাল বাসি। উঃ যৌবন কি বিষম্‌ কাল্‌, এ সময়ে লোকলজ্জা, নিন্দা, ভয়, অপমান্‌ কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ থাকে না (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হায়! আমি যে দিন রাশলীলা দর্শন কর্‌তে গিয়াছিলেম সেদিন হতেই আমার সুখসচ্ছন্দতা এককালেই তিরোহিত হয়েছে। যদি এ পাপ নয়ন তাকে না দেখ্‌ত, এবং যদি আমি লীলা দেখ্‌তে না যেতেম, তা হলে আজ আমার এ দশা কখনই ঘট্‌তো না (উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া) বিধাতঃ তুমি কি পুরুষঘাতন কর্‌বে বলে রমণীর সৃষ্টি করেছিলে? নতুবা সেই ইন্দুবদনার কুটীল কটাক্ষ-বাণে এ দুর্ভেদ্য হৃদয় কখনই ভেদ হতো না (গম্ভীরস্বরে) দেখা যাক্‌ কতদূর কি হয়ে দাঁড়ায়, যখন এ হৃদয়ক্ষেত্রে আশা লতা রোপণ করেছি, তখন যে প্রকারে হয় রত্নটিকে হস্তগত কর্‌তেই হবে। (উগ্রভাবে) হয় সেই চিত্তবিমোহিনীর পাণিগ্রহণ করে এ তাপিত হৃদয় শীতল কর্‌বো, নচেৎ এই বাহুবলে বিপক্ষগণকে শমন ভবনে প্রেরণ করে এ পাপ প্রাণ যদি বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাও স্বীকার। (নেপথ্যে

দৃষ্টিপাত করিয়া) বয়স্য যে আমাকে বলে গেলেন সখে তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি ফিরে এসে একটি রহস্য বিষয় তোমাকে জানাব, তা কই সখা এখনও ত ফিরে এলেন না? আমি তাঁর অপেক্ষায় কতক্ষণ বসে থেকে তাকে না দেখে শেষ এই উদ্যানে এসে ভ্রমণ কর্‌ছি, কিন্তু এখনও সখার উদ্দেশ রহিত। দেখি কতক্ষণে ফিরে এসেন। (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) এ বোধ হয় বন্ধুরই পদশব্দ হবে (অবলোকনান্তর) এ কি বন্ধু এদিকে আস্‌তে আস্‌তে ঐ বৃক্ষের অন্তরালে লুকালেন কেন? ওঃ বুঝেছি; বন্ধু গোপনে থেকে আমার মনোগত ভাব জান্‌বার চেষ্টায় আছেন, কিন্তু সে আশা বিফল; যদি আগে না জান্‌তে পেতাম তা হলেও বটে, (ঈষৎ হাস্য করিয়া) "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" বন্ধু যেমন গোপন হলেন, আমিও বন্ধুকে যা ইচ্ছা বলে রাগিয়ে দি। (অনুচ্চস্বরে) মিছে আর এখানে বসে থেকে কি হবে? বন্ধু যেখানে গিয়েছেন তা বুঝ্‌তে পেরেছি, কিন্তু বন্ধু কুটিলতা করে প্রকাশ কর্‌লেন না; নাই করুন, ফল বন্ধুতার প্রণালী এরূপ নয়। তিনি মনে ভাবেন আমি যা করি যা বলি কেউ তা বুঝ্‌তে পাবে না, এই যে আমি বলে গেছেন, এসে হয় ত এ কথায় ও কথায় বঝাতে বোসবেন। কিন্তু এবার ছলনা

খাটবে না, কল্য স্নানের সময় তার কিছু নমুনা পেয়েছি।

হঠাৎ বৃক্ষান্তরাল হইতে মনিলালের প্রবেশ।

মণি। (রাগত হয়ে) কি বল্লে বয়স্য, আমি কি তোমাকে সকল কথা গোপন করি, আর এ কথায় সে কথায় তোমাকে বুঝাই? আমি কি প্রণয় জানি না? তুমি কোন্ কার্য্যে আমাকে কুটিলতা কর্‌তে দেখেছ, আর কিসেরই বা নমুনা পেয়েছ? ছি ভাই, তোমার এমন মন এ আমি আগে জান্‌তেম না, তা বেশ হয়েছে, আর তোমার সঙ্গে এখানে থাকা উচিত নয় (গমনোদ্যত।)

দ্বিজেন। (হস্ত ধরিয়া) কোথা যাবে বন্ধু দাঁড়াও না হে, একেবারে সপ্তমে চড়ে কোত্থেকে এলে, বুঝেছি যেখানে গিয়াছিলে সেখানে কোন ব্যাঘাত ঘটে থাকবে তাই আমার উপর ঝাল ঝাড়্‌ছো; সে যাহা হউক, কি বল্‌তে চেয়েছিলে বলনা ভাই?

মণি। ঢের হয়েছে ভাই আর কেন, কুটিল লোকের সঙ্গে থেকে শেষ কুটিল হয়ে যাবে? এখন কলি কাল কি না, তাই জন্য;—নচেৎ এমন হবে কেন; আমি যে তোমার হিত কি অহিতকারী তা একমাত্র অন্তর্যামি ভগবানই জানেন, সে কথা তোমাকে বল্‌তে চাই না আজ্ তার

যথেষ্ট পুরস্কার পাওয়া গেছে। এখন হাত ছেড়ে দাও আমি চলে যাই (হস্ত ছাড়াইতে চেষ্টা।)

দ্বিজেন। সখে, আমি ত তোমাকে গাল্ মন্দ দিই নাই, তবে কেন এত রাগ কর্‌ছ?

মণি। গাল্ মন্দ আর কাকে বলে, ভদ্র লোক্‌কে কি ধরে মার্‌লেই মার্ হয, না অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ কর্‌লেই গাল্ হয়? তুমি যে কএকটি কথা বল্‌ছিলে তাতে আর বাকি কি আছে।

দ্বিজেন। সত্য সত্যই কি বযস্য রাগ করেছ? আমি ভাই তোমাকে আন্তরিক ভেবে কিছু বলি নাই, কেবল—

মণি। কেবল বলে চুপ কর্‌লে কেন, আন্তরিক নয় ত এ আবার কি ভাব?

দ্বিজেন। বন্ধু, তুমি আমার মনোগত ভাব জান্‌তে গাছের আড়ালে দাঁড়ালে বলে, তোমাকে রাগাবার জন্য নিন্দা কর্‌ছিলেম, তা ভাই তোমার প্রাণে কষ্ট দেওয়া আমার অনুচিত হয়েছে, এজন্য আমাকে ক্ষমা কর (হস্তধারণ।)

মণি। (বিস্ময়ভাবে) বল কি ভাই! তুমি জান্‌তে পেরে কি ওরূপ কর্‌ছিলে? আমি এর কিছু বুঝ্‌তে না পেরে অকারণ তোমাকে ভর্ৎসনা করেছি;—তা—ভাই এ

দুহু আমার দোষ নয় তোমারও উচিত আমাকে ক্ষমা করা।

দ্বিজেন। (সহাস্য বদনে) যাক্ ভাই, ও কথা যেতে দাও, এখন বল দেখি কি বল্‌তে চেয়েছিলে? কথাটা শুন্‌বার জন্য মন অতিশয় উৎসুক হচ্চে।

মণি। আচ্ছা ভাই, তোমার চিত্তবৈকল্য হবার কারণ কি? তুমি সর্ব্বদা কি চিন্তা কর? কদিন হতে তোমাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক ও দুঃখিত দেখ্‌তে পাই কেন? পূর্ব্বে আমাকে দেখে ছুটে এসে সম্ভাষণাদি কর্‌তে, কিন্তু এখন দেখ্‌তে পাই তুমি অন্তরে অন্তরে থাক্‌তে ভাল বাস। আরও ভাই, যেন তোমার মন সর্ব্বদাই কারো ধ্যানে রত আছে, বল দেখি ভাই বৃত্তান্ত টা কি?

রাগ শ্রী—তাল ঝাঁপতাল।

কেন বল সখা তুমি হইলে এমন।
কার ধ্যানে দিবা নিশি আছ হে মগন॥
বল সখা সত্য করে, হৃদয় দিয়াছ কারে; কেবা সেই জন।
আমিহে তোমার সখা, সর্ব্বদা না পাই দেখা;
গোপনে থাকহে একা, এ আরো কেমন॥

দ্বিজেন। [কপট ভাবে] কৈ না আমিতো কাহাকে ভাবি না, বা কারুর জন্য দুঃখিত নই; তোমার সঙ্গেতো

সর্ব্বদাই থাকি তবে অন্যমনস্ক আবার কিসে দেখ্‌লে ?

মণি। তুমি সত্য সত্যই বল্‌ছো, তোমার মনোভাব পরিবর্ত্তন হয় নি, আর তুমি আমাকে কোন কথা গোপন কর্‌ছ না, তবে সেদিন কোথায় গেছ্‌লে বন্ধু ?

দ্বিজেন। না ভাই আমি এর মধ্যে কোথাও যাই নাই, কেবল একদিন রাশলীলা দেখ্‌তে গেছ্‌লুম, কেন তাতে কি হয়েছে।

মণি। তাতেই সব,—দেখ দেখি দেবদারু তলায় দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে কাকে দেখে ছুটে তার পেছু পেছু গেছ্‌লে ?

দ্বিজেন। হাঁ ভাই, দেবদারু তলায় দাঁড়িয়েছিলাম সত্য, এবং শেষে গ্রামের পূর্ব্বাংশে বেড়াতে গেছলুমও বটে, কৈ কাকে তো লক্ষ্য করে যাই নাই।

মণি। আর কেন ভাই প্রবঞ্চনা কর্‌ছো? মিছে কথা আর ছেঁচা জল কতক্ষণ থাকে ? আমি বিশেষ রূপে না জেনে তোমাকে ধরি নাই, এই মাত্র তোমাকে রেখে বাকি টুকু জেনে এলাম। তুমি বেশ জেনো তোমারই জন্যে যাওয়া।

দ্বিজেন। [আগ্রহ সহকারে] কি শুনে এলে খুলেই বলনা ভাই ; কিছু দেখ্‌তে পেয়েছিলে কি না আমাকে দম দিয়ে কথা বার করে নিচ্চ। [দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ

করে] যা ধরেছো ভাই তাই ঠিক্; গোপন করে কষ্ট পেয়ে আর কি হবে।

মণি। [আহ্লাদে] এখন পথে এস ভাই, দেখদেখি আমি জেনেছি কি না, তা একথা কেন এতদিন বল নি? এর যা হয় একটা উপায় করতেম্।

দ্বিজেন। বল্‌তে কি ভাই যে দিন হতে আমি তার নয়ন পথের পথিক হয়েছি, সে দিন অবধি আমার মন প্রাণ তারই হয়েছে, এখন উপায় মিলন, নচেৎ চিতারোহণ।

মণি। এ সমস্ত কার্য্যে ব্যস্ত হলে চলে না, এ বড় সহজ ব্যাপার নয়, এতে ধৈর্য্য বিশেষ আবশ্যক, উতলা হলে কেবল কষ্ট পেতে হবে; কাল, দেশ, পাত্র বুঝে চলা উচিত; এ কার্য্য যে সমাধা হয় এমত বোধ হয় না; তাতে আবার তার পিতা মাতা দুই বর্ত্তমান, সে স্থলে সে কখনই স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে তোমাকে বিবাহ কর্‌বে না, আর তোমার লোকলজ্জা কলঙ্ক এ সকলের ভয় করা উচিত; তুমি এ দুরূহ আশা পরিত্যাগ কর, এ দিকে বল্লালী কৌলিন্য প্রথা মতে তোমার সহিত তার কখনই বিবাহ হবে না।

দ্বিজেন। কি বল্লে বন্ধু, তুচ্ছ কৌলিন্য প্রথার অনু- রোধে এ কার্য্য হবে না? আমার মনোহারিণী বিনোদিনী

কি আমায় বঞ্চিত করে অন্যের চিত্ত-বিনোদন কর্‌বে? এ আমার কখনই সহ্য হবে না! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ) যদি বিনোদিনীকে একান্তই না পাই তবে আর এ দেহ-ভার বহন করে ফল কি? তুচ্ছ জীবনেই ধিক্। (অধোবদনে রোদন।)

মণি। (স্বগত) এ দেখি বিষম ব্যাপার, বন্ধুর যেরূপ মনের ভাব ও যে প্রকার উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন, তাতে এঁকে বাঁচানই ভার; বিনোদিনীর পিতা যে প্রকার পিট্‌পিটে লোক, হয় ত এ কথা শুন্‌তে পেলেই কোন না কোন প্রকার বিপদ ঘটালেও ঘটাতে পারে, অথবা গোপনে প্রথানুসারে কন্যাটীকে অপর পাত্রে দান কর্‌তেও পারে, যাই করুক উভয়দিকেই বন্ধুর বিপদ্, আমি এখন কি করি? আমার এ উভয় শঙ্কট, বন্ধু যে প্রকার উন্মত্ত হয়েছেন, এ অবস্থায় তাঁকে বুঝাতে গেলে আরো বিপরীত হয়ে দাঁড়ায় (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) এখন যুক্তির আবশ্যক করে, বন্ধুকে আশ্বাস-বাক্যে সান্ত্বনা করা যাক্, শেষ অদৃষ্টে যা থাকে হবে! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে) বন্ধু তুমি স্থির হও, এ বিষয়ে চিন্তা কর না, যাতে এ কার্য্য হয় আমি তার উপায় কর্‌বো।

দ্বিজেন। (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) সখে, তোমার কথায় আমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হলো; তোমাকে অধিক আর কি বলব, বিনোদিনী বিনা আমি এ জগৎ শূন্য দেখি, জগতে কাহারও উপর আমার মমতা নাই, কেবল একমাত্র মমতাস্থল বিনোদিনী! (মুখ তুলিয়া) দেখ ভাই আমি বিনোদিনীর মন বিশেষরূপে পরীক্ষা করেছি, সে আমার প্রণয়ের একান্ত পক্ষপাতিনী, আমার সঙ্গে বিবাহ তার পণ; কিন্তু ভাই যেমত আমাকে আশ্বস্ত করলে, তেমনি পুনরায় যেন আমাকে নিরাশা-সমুদ্রে ভাসিয়ে দিও না, সখে! তোমার যত্ন ভিন্ন আমার আশা কখনই ফলবতী হবে না।

নেপথ্যে গীত।

চিতাগৌরী—আড়াঠেকা।

দিবা অবসান হলো আইল সুখ-যামিনী।
পদ্মিনী মলিনা দেখে বিকসিতা কুমুদিনী॥
আসিতেছে বিভাবরী, লয়ে সন্ধ্যা সহচরি,
তিমির বসন পরি, ঢাকিয়ে বদনখানি।
দেখি নিশা আগমন, জীব জন্তু অগণন,
আনন্দেতে নিমগন, বিরহিণী উন্মাদিনী।

মণি। সখে! তোমার জন্য আমার জীবন পর্য্যন্ত পণ; ঐ শুন দেবালয়ে স্বায়ংকালীন আরতি ও সঙ্গীত হচ্চে,

আর আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়, চল বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।

দ্বিজেন। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তবে তাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোবিন্দপুরস্থ—নৃপেন্দ্ররায়ের অন্তঃপুর।

কমলা আসীনা, মনোরমা দণ্ডায়মানা।

কমলা। মনোরমা, তুমি দ্বিজেনকে আজ আহার করতে আসতে দেখেছিলে?

মনো। না মা; আজ দাদাকে এখনও দেখ্‌তে পাইনি কেন?

কমলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে) আর তোমার দাদার কথা জিজ্ঞাসা কর কেন, এমন কাল তার শরীরে ঢুকেছে, যে অমন সোণার বর্ণ বাছার একেকালে কালি হয়ে যাচ্চে!

মনো। কেন মা দাদার দশা এমন হচ্চে? আমি প্রায় দেখ্‌তে পাই দাদা বাগানে বসে নিজে নিজেই কি বকেন।

কমলা। আর বাছা, ঐটীই তো রোগ, নয় তো আমার মুণ্ডুপাত আর কিসে বল?

মনো। মা! আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না, দাদার কি কোনরকম বায়ুরোগের সৃষ্টি হয়েচে নাকি।

কমলা। বাছা! রোগ পিড়ে হলে তার চিকিৎসা চল্‌তো, আরামও হতো, এ যে সর্ব্বনেশে রোগ মা, এর বদ্দীও নাই, চিকিৎসাও নাই যে আরাম হবে, এর ব্যবস্থা রোগীর কাছে (কপালে হাত দিয়া) বাছা! এ সব আমার অদেষ্টের গুণে ঘটেছে, কোথায় ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে সুখি হবো, তা না হয়ে বিধাতার এমনি বিড়ম্বনা যে এখন বাছাকে না হারাই। (রোদন)

মনো। মা তুমি কাঁদ্‌চো কেন, দাদা কি বিয়ের জন্যে অমন করে বেড়ান, তা বাবাকে বলে কেন বিয়ে দাও না; মা তোমার পায়ে ধরি খুলে বল না কি হয়েছে? (পা ধরিতে উদ্যত)

কমলা। স্থির হ মা বল্‌চি, (চক্ষু মুছিয়া) তোমার দাদা যদি বিয়ে কর্‌তো, তা হলে কি আর আমি এমন করে কাঁদি. তোমার দাদার ইচ্ছা (নিকটে গিয়া কর্ণে কর্ণে

বলিয়া প্রকাশ্যে) দেখ মা, যেন ঘরের কথা পরে না শোনে।

মনো। (সিহরিয়া উঠে) সেকি মা, এ সর্ব্বনাশ কোথা হতে হলো? আর দাদাই বা তাকে কি করে দেখ্‌লেন? সে মেয়েটী সুন্দরি বটে।

কমলা। বেটাছেলের আবার দেখ্‌বার অভাব, সেই রাশ দেখাই কাল হয়েছে মা।

মনো। তা যেন দেখ্‌লেন, কিন্তু মৌলিকে মৌলিকে এ কাজ কি করে হবে, আর তারাই বা দেবে কেন? একি দাদা বোঝেন না?

কমলা। তা বুঝ্‌লে কি আর আমার কপাল এমনি করে পোড়ে; শুনেছি সে মেয়েটার নাকি মত আছে।

মনো। (বিস্মিতভাবে) বল কি মা, তোমারও কি বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল নাকি, বাপ মায় ঘর বর দেখে বিয়ে না দিলে কি কখন ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ের নিজের মতে বিয়ে হয়ে থাকে, তা হলে স্বয়ম্বর উঠে যাবে কেন? ও কথা আর কখন বল না মা।

কমলা। কি জানি বাছা; যা শুনেছি তাই বল্লেম, কিসে কি এত বুঝি না। তোমার দাদাকে দেখে আরো আমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপাপত্তি হয়েছে।

মনো। এ কথা বাবাকে কেন বল না, তিনি যা ভাল হয় কোর্‌বেন; শাসনে হোক্, আর বুঝিয়ে হোক্, করুন গে। ডাগর ছেলেকে বোঝান কি তোমার কাজ, বাবাকে বলা ভিন্ন এর অন্য উপায় নাই।

কমলা। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া যোড় হস্তে) মা মঙ্গল-চণ্ডী মঙ্গল করুন, আমার দ্বিজেনের মন ভাল হোক্, আমি যোড়শোপচারে মায়ের পূজা দেব, (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে) আমিও তাকে জানাবো বলে রয়েছি। দেখ্‌তো মনো, বেলা কত।

মনো। মা সন্ধে হয়ে এসেছে, কথায় কথায় কিছু জানা যায়নি। তা কাপড় কাচ্‌তে যাবে না মা; রাত্রী হলে এর পরে কি করে যাবে।

কমলা। তাইতো মা চল ঘাটে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(পটক্ষেপণ।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গোবিন্দপুরস্থ—জয়রাম সরকারের অন্দর বাটী।

জয়রাম দণ্ডায়মান ও মোক্ষদার প্রবেশ।

জয়। দেখ, কল্য সেন কবিরাজ মহাশয়কে এত অনুনয় করে আমাদের বাটীতে একবার পদার্পণ কর্‌তে অনুরোধ করে এলাম, কৈ এখন তো তাঁর ছায়া দেখ্‌তে পাচ্চি না? এই জন্যেই বড় লোক ভিন্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা সেন মহাশয়কে ডাক্‌তে চায় না; পাছে না এসেন, এই সন্দেহ করে আমি শেষ আমাদের পাড়ার ডাক্তার বাবুকেও আস্‌তে অনুরোধ করে এসেছি। কিন্তু ডাক্তার বাবু নিশ্চয়ই আস্‌বেন তিনি অতি সজ্জন, এরূপ লোক প্রায় দেখা যায় না। (চিন্তা করিয়া) হয় তো আমার ভাগ্যক্রমে দুই জনেই আস্‌তে পাবেন, তা হলে উত্তম হয় উভয়মতে ব্যবস্থা ও রোগ নির্ণয় হতে পার্‌বে।

মোক্ষ। যখন বিশেষ করে বলে এসেছ, তখন তাঁরা অবশ্যই আস্‌বেন; কিন্তু আমার কাছে বিনোদিনীর কোন্

রোগ বলে বোধ হয় না; অথচ মেয়ে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্চে, সর্ব্বদা শুয়ে থাক্‌তে ভাল বাসে, খেতে চায় না, আর যেন সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক ও মুখখানি অন্ধকার।

জয়। রোগ নয়, তবে এরূপ হওয়ার কারণ কি? প্রকাশ্যে তো কিছু দেখা যায় না, অথচ উপদ্রব গুলি রয়েছে।

মোক্ষ। (চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া) আমার বেশ বোধ হচ্চে অন্য কিছু নয়; তবে মেয়ে বয়স্থা হয়েছে, এদিকে বিবাহ কাল উপস্থিত, তাতে আমাদের ততো উদ্‌যোগ দেখ্‌তে পাচ্চে না, সেই জন্যেই এতটা ঘট্‌চে! এক কথা বলে রাখ্‌লেম শেষ মিলিয়ে নিও।

জয়। (বিস্মিতভাবে) বয়স্থা বল্‌চো কাকে? বিনোদিনীর আবার বিবাহকাল, ও যে কাল্‌কের মেয়ে, কতই বা বয়েস হয়েছে।

মোক্ষ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) বল কি এখন যে কলিকাল; আট নয় বছরে সব ছেলের মা হচ্চে, তাতে সেটের কোলে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, বাছা আমার এগারো পেরিয়ে বারোতে পা দেবে।

জয়। তাইতো বিনোদিনীর বিবাহের একপ্রকার ঠিক করে রেখেছি এখন শুভদিনে পত্রাপত্র হয়ে বিবাহ হলেই

হয়। সে কথা তোমায় যানাব বোলে তাই—

মোক্ষ। (আহ্লাদে) সে কি বরপাত্র কোথায় পেলে, কবেই বা ঠিক্ কর্‌লে, তারা কোনে না দেখে কি অমনি বে দেবে?

জয়। বরপাত্রটী বেশ পাওয়া গেছে, গ্রামের মধ্যে; আবার ঘর ও ভাল; একাজে বরং আমাদের আধিক্যতা আছে।

মোক্ষ। (ঔৎসুক্য সহকারে) খুলেই বলনা বর-পাত্র কে, কত বয়স ও দেখ্‌তে স্তুন্তে কেমন; (ব্যস্তভাবে) গহনা পত্র কি দেবে, আর যত হ'ক না হ'ক; গা সাজান সোনার গহনা চাই।

জয়। (হাস্যকরে) ঠিক বলেছো গহনা হলে আর কিছু দেখ্‌তে স্তুন্তে হবেনা, ঐটীই আগে চাই। (চুপে চুপে) তুমিও পাত্রটীকে বেশ চেন ও অবস্থাও জান, পরিচয় দিলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

মোক্ষ। এমন পাত্র কে, বলইনা ছাই এত ঘটকালি কেন; লক্ষ কথা কি আমায়দিয়ে পোরাতে চাও নাকি?

জয়। (আস্তে আস্তে) পাত্রটী আমাদের রামলাল বোসের পুত্র কেশব লাল, কেমন এখন চিন্‌লে তো; বল, কেমন ঘর বর ও মনের মত জামাই হবে কিনা।

মোক্ষ। (আহ্লাদে) বেশ হয়েছে বেশ হয়েছে তবে আর একার্য্যে বিলম্ব করা উচিত নয়, আঃ বাচ্লেম, এখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, এঘরে মেয়ে দিলে বেশ সুখে থাক্বে ও সর্ব্বদা দেখ্তে পাবো, নচেৎ কোন্ দেশে হতো, কালে ভদ্রে দেখা হতো কি না সন্দেহ।

জয়। দেখি সেন মহাশয় এসে কি বলেন, তাই বুঝে দিন ধার্য্য কর্বো।

নেপথ্যে। সরকার মহাশয় বাটীতে আছেন কি? আমি ডাক্তার এসেছি।

মোক্ষ। ঐ শুন ডাক্তার বাবু তোমাকে ডাক্ছেন (ব্যস্ত ভাবে) তবে আমি ঘরের ভেতর যাই তুমি ওঁকে বসিয়ে শেষ বিনদিনীকে দেখাবে। (প্রস্থান)

জয়। (বিনীত ভাবে) ডাক্তার বাবু বাড়ির মধ্যে আসুন।

(ডাক্তারের প্রবেশ।)

জয়। বস্তে আজ্ঞা হয় ডাক্তার বাবু (আসন প্রদান)

ডাক্। (উপবেশন করে) সরকার মহাশয় এবাড়িতে কার অসুখ হয়েছে?

জয়। আজ্ঞে আমার জেষ্ঠা কন্যের অসুখ হয়েছে।

ডাক্। ভেরি গুড্ "Very good" তবে একবার দেখা

আবশ্যক করছে, চলুন কোথায় যেতে হবে (উঠিতে উদ্যত)

জয়। একটু অপেক্ষা করুণ কোথাও যেতে হবে না এইখানেই আনাচ্ছি। (নেপথ্যে বেহারার শব্দ)

ডাক্। পাল্কি চড়ে কে যেন এই দিকেই আস্‌ছে।

জয়। (উঠিয়া) এইযে সেন কবিরাজ মহাশয় ও আগত হলেন।

(কবিরাজের প্রবেশ)

জয়। (হাত যোড়ে) কবিরাজ মহাশয় আস্থন, বস্‌তে আজ্ঞা হক ;—

(অঙ্গুলীর দ্বারা আসন দর্শান)

কবি। (উপবেশন অন্তে স্বগত) হুঁ ! এখানকার লৈক্ষণডা কি, ইযে বুদ্ধির অগৈম্য ; ঐ একজন হৈমপতী, আবার পীটে পীটে আমাকে ও আনৃচে, অমন মর্ম্মভেদি পীরা কি ? এডা দেখ্‌চি বহু সৈন্যাসে গায়জন নষ্ট। অখন বিধি এই, যাতে বৈদ্যশঙ্কন না দারায় (প্রকাশ্যে) দেখেন হরকার মোশায় এ গুহে মর্ম্ম খানা কি, (ডাকতারের প্রতি) হৈমপতী বাবু ! এবিষয় আপনি মনে কিছু দ্বিধা করবেন না, আমি হরকার মোশায়ের সহিত দুইডা নিদান ঘৈটীত কথা কইবের চাই।

ডাক্। সেন মহাশয় আপনি নির্ব্বিঘ্নেই বলুন তাতে আমার কোন বাধাই নাই, আচ্ছা কবিরাজ মহাশয়, এখন ব্যবসাদি কেমন চল্‌ছে ?

কবি। অয় মোশায় উচ্চ গিরিমাত্রেই পবন স্পর্শ কৈর‍্যা থাকে, অস্তার উদর কি অপরিপূর্ণ থাকে, ইডা ব্যক্তি মাত্রেই অগ্গা অস্বিকার কোরবেন না। হক্কুলি ভগমানের আত, ঐ যে বলে "হক্কুলি ভোমার ইগ্‌চ্যা ইষ্‌চ্যাময়ি তাবা তুমি ;" তা বাপু যদিনি পাচ বৈচ্ছর কাল মাত্র মাইটা কালিজে পৈর‍্যা চিকিৎস্যা সাস্ত্রে পৈটু অইয়্যা আমাগর অন্নে হুলা দিতে পার্‌তো তা অলে নিদান জলে ফেলাযে দিতাম ; দুইডা মরা চিরা ফারা কোর্‌লে চিকিৎসায় পারিপাঠ্য জন্মে, না মরা লঘু অয় ? এসব বলিইবা কারে বোঝেই বা কোন বাই। ইজাযগায় আমাগর মনের ভাব আব বিদ্যের দৌর আমাগর মনেই রৈল ; ঐ যে বুলচে "ইতর তাপ নিতর সৈত্যানি যতেচ্ছায়া, তানি সহে চতুঃরানন মূর্খেযু পাণ্ডিত্য নিবেদনম্ সিরষি মালিখঃ মালিখঃ মালিখঃ"। এ শ্লোক কি বইথ্য হইবের, এযে অবইর্থ্য (নস্য গ্রহণ)

ডাক্। সেন মহাশয় আমরাতো সংস্কৃত জানি না, এটার অর্থ কি ব্যাক্ষা কর্‌লে ভাল হয়।

কবি। ওরে বাপু ব্যাক্ষা করণের সময় অপেক্ষা করে, শশ্রুত ও চরকওনিদানঘটিত শ্লোক অধিক সাময়িক ; অথন যা বুলি। হরকারমোশায়, পিরাটাই কি আর ব্যক্তিটাই বা কেডা ; ইহানে নেয়া আসেন নয় চলেন ইতি বিলম্বে ন কার্য্যসিদ্ধি।

জয়। মহাশয় আমার জ্যেষ্ঠা কন্যের অসুখ বোধ হয়েছে, এদিকে বিবাহের সকলি উদ্‌যোগ কেবল অসুখের তরে বিলম্ব হচ্চে, তা দেখুন আগে রকমখানা কি (উচ্চৈস্বরে) মা বিনোদিনী একবার এই দিকে এস তো।

বিনদিনীর প্রবেশ।

ডাক্। (হস্ত ধরিয়া) সরকার মশায় এর জ্বর হয় কি।

জয়। আজ্ঞে কৈ স্পষ্ট জ্বর তো হয় না।

ডাক। অল্‌রাইট্ "all right" দেখিগা একবার জিবটা দেখি। (জিব দর্শন) ওহো হিযার লাইজ দি পেস্ট "Oho ! here lies the pest" অবশ্যই জ্বর হয়। (পেট টিপিয়া) লাগে কি ?

বিন। (মস্তক নাড়িয়া) না।

ডাক্। হেল্লো, হাউ ইজ দিছ ? নো লিবার কম্‌প্লেন। "Hallo how is this ? no Liver Complain." (সজোরে পেট-টেপন)

বিনো। উ হু হু বড় লাগে।

ডাক্। হুঁ দেয়াব ইট ইজ, "there it is" এই যে লিবার হয়েছে, সরকার মশায় জ্বরও আছে. কবিরাজ একবার নাহয় পেট্‌টা টিপে দেখুন।

কবি। (আন্তরিক রাগতভাবে) ইয়ার পর আরবার টিপ্‌তে অইলে নূইতন একখানি সরা আগবার চাই। টিপ্যে মাইরে ফেলে শেষ চিকিৎসা করমু কারে লৈয়া, (অগ্রসর হইয়া) দেখি মা হাস্তখানা। (বিনোদের জড়সড় হইয়া হস্ত প্রসারণ) ভয় কি মা আমি টিপ্‌মু না (হস্ত দেখিতে দেখিতে) "চিন্তাঃজ্বরো মনুষ্যানাং," এযে বায়ু বা পিত্তশ্লেষ্ম-ঘৈটিত জ্বর, ইয়া কিছুই উপলব্ধি অয় না, ইয়ারে বলে আইন্তরিক চিন্তাঘৈটিত বিষম জ্বর, ইয়া জ্বরে নারির গইতিক হক্কল সময় সৈম্যক থাকে না, কখন বা প্রখর তাপে নারির অন্তর পর্য্যন্ত জ্বালাইয়া ফেলে, কখন বা স্নিগ্ধভাবে রাখে যথা;—

"দুর্ব্বলৈস্থ্য প্রবলা নারি সা নারি প্রাণঘাইতিকা।"

জয়। (উৎকণ্ঠিতভাবে) সেকি কবিরাজ মহাশয় প্রাণ ঘাতিকা কি বল্‌চেন।

কবি। (বিরক্তভাবে) আঃ এমন অব্যাচিনের আতে পোর্‌চি, আরে একি তোমার আমার পৈক্ষে না রোগীর

পৈক্ষে, অস্যার্থ যথা ;—দুর্ব্বলস্য কি না দুর্ব্বল জনের যদি ইয়ার ন্যায় প্রবলা নারি অর্থাৎ গৃহিনী অয় তা অইলে সেই জন দুর্ব্বল জনের প্রাণঘাইতিকা স্বরূপ দাঁরায়, ইয়ার ব্যবস্থা রৈচে ওযুদি রৈচে তার ভয়ের কারণ কি।

ডাক্। (ক্রোধে দণ্ডায়মান হইয়া) ড্যাম্ টুদি ফর্‌নথিং রাউ, "Damn to the fornothing Rou." এ মিছে গোলে থাক্‌তে চাইনা (বেগে প্রস্থান)

জয়। (ব্যস্তভাবে) ডাক্তার বাবু একটা কথা বলি ফিরুন ফিরুন।

নেপথ্যে। বাড়ি গিয়ে দেখা কর্‌বেন।

জয়। (বিমর্শভাবে) তাই তো মহাশয় ডাক্তার লোকটা চটে গেল তা—

কবি। আরে যাইবার দাও, সুধু রাগে যদি পারা ভষ্ম অইতো তবে আর না অইতো কি (উঠিয়া) তবে অখন আসি পরে বাসায় যাইয়া পুঁথি দেখ্যা তোল্ ও ওষুদের ব্যবস্থা কর্‌মু। মা অখন গরে যান।

(বিনোদিনীর প্রস্থান।)

জয়। যে আজ্ঞা মহাশয় আমি বৈকালে বাসায় দেখা কর্‌বো (হস্তে একটা দর্শনি দান)

কবি। (রাগত হইয়া) এ্যকি মোশায় এতদূর আইস্যা

কি কেউ এক টাহা দর্শনি লয়, ইয়া কি প্রকার বিবেচনা অইল, দেখ্‌ছেন সঙ্গে সঙ্গে একখানা পাল্‌কিও আছে ওরা কি আর-আমার সাতে থাইকিয়া বেগার খাট্‌ছে। তা আমি কিছুই চাইনা, তোমার বাড়ি অমনি না হয় দেখ্যা গেলাম।

জয়। (ইষৎ হাস্যভাবে) তা এত অনুগ্রহ কি হবে।

কবি। (সকোপে) আরে নাও নাও, আমাগর আন্‌বার কালে তখন বর যত্ন, শ্যাষ্‌ রক্ত না হাগায়া ছারে না মোশায় রাখেন আমি চাই না।

জয়। কবিরাজ মহাশয় আমি গরিব, এখানে দয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই তবে আমি পাল্কিভাড়া না হয় আট আনা দিচ্চি।

কবি। (অগ্রসর হইয়া) আরে তাই দেও, ইয়ার জন্যে এত কথার কাম কি, আমরা ব্যবসায়ি মনুষ্য পয়সা পাইলে বড় খুশী (দর্শনি গ্রহণ)

[উভয়ের প্রস্থান।]

নৃপেন্দ্ররায়ের প্রবেশ।

নৃপ। (গৃহে প্রবেশ করিয়া) একি কাকেও দেখতে পাচ্চি না কেন, আজ অনেক কার্য্য ফেলে সংসারিক কার্য্যের বন্ধন করবো বলে বাটীর মধ্যে সকাল সকাল এলাম,

কিন্তু গৃহিণী এখনও আস্‌চেন না কেন? বোধ হয় খাবার প্রস্তুত না হয়ে থাক্‌বে, আচ্ছা তাই যা হ'ক, মনোরমাই বা কোথায় গেলো, সে প্রত্যহ এসে কত কথাই জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু আজ তাকেও দেখ্‌তে পাচ্চি না কেন, আজ এ পুরিতে যে লোক আছে এমত বোধ হয় না এর কারণ কি, ভাল একবার ঝিকে জিজ্ঞাসাই করি না কেন (উচ্চৈস্বরে) গৌরবি কোথা রে এই দিকে একবার আয় ত।

নেপথ্যে। (বামাস্বরে) গৌরবী ঘরে নাই, এই কত ক্ষণ বাহিরে গেছে, আপনি একটু বসুন মা খাবার নিয়ে যাচ্চেন।

নৃপ। (অনুচ্চৈস্বরে) এই যে মনোরমার কথা শুন্‌তে পাচ্চি, বোধ হয় কোন কর্ম্মে ব্যস্ত আছে নৈলে এখনি ছুটে আস্‌তো (প্রকাশ্যে) গৌরবী এখন কেন বাহিরে গেল, কখন এসে খাবার আসন কর্‌বে (পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া) এই যে বল্‌তে না বল্‌তে গৌরবীও এসে উপস্থিত।

(গৌরবির প্রবেশ।)

নৃপ। কোথায় গেছাল রে গৌরবী। ডেকে ডেকে উত্তর পেলুম না কেন?

ভ্রম সংশোধন——২৪ পৃষ্ঠার ১৬ পুংক্তির পর "দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক" পড়িতে হইবে। এবং ১৭ পুংক্তিতে "নৃপেন্দ্র রায়ের প্রবেশ" পরিবর্ত্তে "নৃপেন্দ্র রায়ের ভোজনাগার" হইবে।

গৌর। আমি বড়বাবুকে পান ও জল দিতে গেছলুম, (আসন প্রস্তুত করিয়া) আপনি বসুন।

নৃপ। আচ্ছা আমি বস্‌ছি, তুই খাবার আন্তে বল্।

গৌর। বোধ হয় এতক্ষণ হয়ে থাকবে যাই দেখে আসি।

(প্রস্থান।)

ভোজনপাত্র হস্তে কমলার প্রবেশ।

নৃপ। (স্বগত) গৃহিণীর মুখ এত মলিন দেখ্‌চি কেন, ব্যাপারখানা কি? বুঝি কার সঙ্গে ঝক্‌ড়া কলহ হয়ে থাকবে;—না না, কার সঙ্গেই বা হবে, (প্রকাশ্যে) এতক্ষণ কোথায় ছিলে গা, খাবার প্রস্তুত হতে এত রাত্রি হবার কারণ কি?

কম। (ভোজনপাত্র রেখে নিরবে অবস্থিতি।)

নৃপ। (আহার করিতে করিতে) একি আমার কথার উত্তর দিচ্চ না যে, বলি কাণের দফা সেরে বস্‌লে নাকি? (উচ্চৈঃস্বরে) শুন্‌তে পাচ্চ না কি বল্‌চি, কথার জবাব দেবে না বুঝি?

কম। (সজলনয়নে অধোমুখে অবস্থিতি)

নৃপ। (ব্যগ্রভাবে) খুলেই বলনা কি হয়েছে; আমার নিকট গোপন করচো কেন; কিসে এমন ক্ষুণ্ণ হয়ে বেড়াচ্চ

ভেঙ্গে না বল্লে কি করে জান্‌বো, কার সঙ্গে এমন ঝক্‌ড়া হলো, কে আজ পুড়ে মর্‌বে বলে এ জ্বলন্ত অনলে হস্তক্ষেপ করেছে? দ্বিজেন কিছু বলেচে কিম্বা বিরাগের কোন কার্য্য করেচে নাকি প্রকাশ করে বল না, (ক্রোধে) যেই তোমার রাগের ভাজন হউক না কেন, আমি শপথ করে বল্‌চি এই দণ্ডেই সেই পাপাত্মার উচিত শাস্তি দিব, তুমি স্পষ্ট করে বলই না কে সে (উঠিতে উদ্যত)

কম। (ব্যস্ত হইয়া) উঠনা উঠনা কর কি, স্থির হয়ে জল খাচ্চ খাও না; কেউতো আমাকে কিছু বলেনি যে তেজ করে উঠে যাচ্চ (অল্প রোদন করিতে করিতে) আমি আমার নিজের জ্বালায় পথ পাচ্চি না, তার উপর এ আবার কি!

নৃপ। আঃ খুলেই বল না কি হয়েছে? সুধু কাঁদ্‌লে কি সার্‌বে।

কম। (বিষণ্ণভাবে) খুলে আবার কি বল্‌বো, কেন তুমি কি বাড়ির কেউ নয় যে ঘরের খবর রাখ না, ঘরে কিছু সাতটা পাঁচটা ছেলে পুলে নাই, সবে একটী ছেলে, একটী মেয়ে; তারা আছে কি নাই এও জান না?

নৃপ। কেন কি হয়েছে? বৃত্তান্তটা খুলেই বল না। দ্বিজেনের কি কোন অসুখ—

কম। (ব্যস্তভাবে) বালাই ও কথা বলোনা! ডাগর

ছেলে বিয়ে না দিলে যা হয়ে থাকে তাই হয়েছে (কর্ণের নিকট মুখ লইয়া বলা)।

নৃপ। (মুখ সরাইয়া লয়ে) এত গোপন কথা কি যে কানে কানে শুন্‌তে হবে; তুমি বড় বড় করে বল নচেৎ আমি শুন্‌তে পাবনা।

কম। কানের মাথা কে খেয়েছে দেখদেখি, এখন কে শুন্‌তে পাচ্চেনা; তুমি না আমি, কে বলনা?

নৃপ। আমিই শুন্‌তে পাচ্চিনা; এখন তুমি বল দেখি বিষয়টী কি।

কম। (চতুর্দ্দিক্ দেখে) ও পাড়ার জয়রাম সরকারের মেয়ে বিনোদিনীকে বিবাহ করার জন্যে দ্বিজেন পাগল হয়ে বেড়াচ্চে, ছেলে না খেয়ে না ঘুমিয়ে একবারে দিন দিন সুকিয়ে যাচ্চে, বাছার মুখ খানি ভেবে ভেবে এত টুকু হয়ে গেছে।

নৃপ। সে তাকে কি করে দেখ্‌লে?

কম। সেই রাশ দেখ্‌তে গিয়েই এতটা ঘটেছে নাকি। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগকরে) এখন কি হবে তা—

নৃপ। (ভোজন সমাপ্ত করে সক্রোধে) নরাধম পামর এই করে আমার মুখ হাসাতে বসেছে, একথা প্রকাশ হলে কি আর আমার মান সম্ভ্রম থাক্‌বে; না, লোকের কাছে

মুখ দেখাতে পার্‌বো, একি তার বিদ্যাভ্যাসের ফল, ওঃ পাপাত্মার এ বোধ হলোনা যে মৌলিকে মৌলিকে কখন কার্য্য হয় না, একথা তুমি এত দিন বল নাই কেন, তাহলে বেস শাসন করে দিতেম।

কম। আমি কি জানি, না আমায় সব কাজ জানিয়ে করে, তবে আজ তার বন্ধু মনিলাল এসে আমায় বল্লে মা এই সব ঘটনা উপস্থিত, এই সময় হতে তোমরা চেষ্টা কর নচেৎ অনিষ্ট সম্ভাবনা, তা অমন করে শাসন কর্‌তে গেলে বরং বিপরিত ঘট্‌তে পারে, আমার বিবেচনায় মনিলালের দ্বারায় উপদেশ দিয়ে কৌশলে বাধ্য কর্‌তে চেষ্টা কর।

নৃপ। (গম্ভীরস্বরে) আচ্ছা তাই হবে, ঢের ঢের ছেলে দেখা গেছে; তুমি এখন গৃহ কার্য্য সমাধা করে এসো আমি ফিরে আস্‌চি।

(প্রস্থান।)

নেপথ্যে। [সংঙ্গীত।]

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

কত জ্বালা সহিবরে নয়নে হেরিয়ে তারে।
বিধি কি স্বজিল নিধি বধিতে প্রাণে আমারে॥
পরশনে বুঝি তার, প্রাণ রাখা হবে ভার,
শুধু দরশনে যার, দহে চিত্ত নিরন্তরে॥

কম। (বিষণ্ণভাবে) ঐ না দ্বিজেন গান কর্‌ছে, আহা বাছা নিজের মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত কর্‌চে (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে) তা একথা ওঁকে বলা ভাল হয়নি, হয়তো কোন অনিষ্ট ঘট্‌তে পারে, শেষে যে আমার অদৃষ্টে কি ঘটে তা বল্‌তে পারিনা; আর ভেবে কি হবে, যাই মনোরমাকে খাবার দিয়ে আসি।

(প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(জয়রাম সরকারের অন্তঃপুরস্থ বাগান)

(বিনোদিনী ও প্রমদা আসিনা।)

বিনো। (সখেদে) প্রমদা, আর কেন আমাকে কাঁদাও, আমি কাঁদ্‌লে কি তুমি সুখি হও; তা ভাই আমার এমনি অদৃষ্ট যে অসময় কেউ কারও নয়! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ)।

প্রম। ওলো কেউ কারও নয় কিসে জান্‌লি। আর আমি তোকে কিসে কাঁদাচ্চিলা?

বিনো। তুমি নয়ত কে? সেই অবধি কথাটা শোনবার জন্য যত খোসামোদ কচ্চি, তুমি ততই আমাকে পরিহাস কর্চ্চ? এ রকম করে কোন এক দেবতাকে আরাধনা কল্লে, তিনিও প্রসন্ন হতেন। তা ভাই আমাকে কাঁদিয়ে কষ্ট দিলে ভাল হয়, তাই দাও।

প্রমো। তুমি তোমার নিজের বুদ্ধিতে কাঁদ, আমি

কি ভাই তোমায় কাঁদাই? আমি তখনই বলেছিলেম, ওলো বিনোদিনী ওকাজ করিস্ নে। শেষ অনেক দুঃখ ও যাতনা পেতে হবে। কুলবতীর স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে দুষ্প্রাপ্য কুসুম লোভে কণ্টকিত বনে পদক্ষেপ করা উচিত নয়। কিন্তু তখন তুমি উন্মত্ত হয়ে আমার কথায় কর্ণপাতও কল্লে না; পিতা মাতাকে যে প্রকারে হয় সম্মত করবো বলে ছিলে, তবে এখন দিন রাত্রি কেঁদে সারা হলে কি হবে? কেউ ভেবে করে, আর কেউ করে ভাবে। তোমার ঠিক তাই হয়েছে। ওলো এ কাজের রীতিই এই, তা ভাই আমার দোষ কি?

গীত।

পাহাড়ি পিলু—পোস্তা।

সখি কেন ভাব আর।
তখন শুনলে না ধনি বারণ আমার।
তরুণ যৌবনভরে, আমার কথা তুচ্ছ করে
মন প্রাণ দিলে তারে, নাহি ভেবে সার॥

বিনো। (রোদন করিতে করিতে) সখি। ও কথা বলে আমাকে গঞ্জনা দিয়ে দগ্ধে মাল্লে কি হবে? ভৎর্সনা কল্লে ত আর সারবে না। এখন যাতে সকল দিক্ বজায় হয় তারই প্রতিকার করে আমাকে বাঁচাও, পরে যত পার

আমাকে গাল মন্দ দিও। সখি তোমার পায়ে ধরি, বননা কি করে এলে। (পায়ে ধরিতে উদ্যত)

প্রম। (কৃত্রিম কোপভরে অন্তরে গিয়া) দেখ ভাই তুমি বড় ত্যক্ত করতে লাগলে, ঐ যে কথায় বলে, 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী' এ তাই হয়েছে। কোথায় ও কথা ভুলে যাবে বোলে এত বকাচ্চি, তা না শুনে কেবলই বল্‌চো বননা ভাই বননা ভাই কি করে এলে। (গমন ভঙ্গি করিয়া) ওলো ও কথাটি না ভুলে দিন রাত্রি বসে ঐ জপ কর, আমি ভাই চলে যাই। (গমনোদ্যত)

বিনো। (ব্যস্তভাবে হস্ত ধারণ করিয়া) সখি! আমার অসময় বলে আমাকে একাকিনী রেখে চলে যেওনা। বোন্ এ বিপদে তুমি ভিন্ন আমার কেহ সুহৃদ্ নাই।

প্রম। (ব্যঙ্গভাবে) ও ভাই কারো ভ্রমণে মারো, তোর ঘরে বসে তেরো, ওলো তোর যদি অসময়, তবে সুসময় আবার কার? আজ কাল তোর একটা বল্‌তে দুটো উপস্থিত এই শুনে এলাম।

বিনো। (আগ্রহ সহকারে) ভাই কি শুনে এলি বল্ না, ওলো এখন কোন কথা শুন্‌লে প্রাণে বড় ভয় হয়, না জানি কি সর্ব্বনাশ হলো!

প্রম। ভয় হবেই তো 'চোরের মন পুঁই আঁদাড়ে

কি না ' ন্যাকা ছুঁড়ি কিছুই বোঝেন না, ভাজামাচটী উল্‌টে খেতেও জানেন না (মুখের কাছে হাত নেড়ে) হ্যাঁলা, ভাতার নিয়ে ঘর কর্‌তে পারবি তো? না তাও আমাকে গিয়ে কোর্‌তে হবে, ছুঁড়িব রকম দেখে গেছি আরকি! (হাস্য)

বিনো। সখি আর কেন জ্বালাও, কি শুনে এলে স্পষ্ট করেই বল না।

প্রম। কেন, এই সোমবারে যে কেশবের সঙ্গে তোমার বে হবে, মায়ের মুখে শুনে এলাম; তা বেশ হয়েছে, এখন এ দুরূহ আশা ত্যাগ করে, মায়ের মতে মত দিয়ে, বিয়েটা করে ফেল, যে আমিও বাঁচি তুমিও যন্ত্রণা হতে রক্ষা পাও,. ওলো এ কাজ কি কুলবতীদের সাজে? আমি তোকে সর্ব্বদা দেখে আস্‌ব।

বিনো। (বিরক্তভাবে) এ কথা শোনাবে জান্‌লে কখনই জিজ্ঞাসা কর্‌তেম না, পোড়া কথা শুন্‌লে যেন আমার গায়ে আগুণ জ্বেলে দেয়। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে) সেদিনও অমনি, মা, দেখবে বলে ছোঁড়াটাকে এনেছিল, বল্‌তে কি ভাই তারে দেখে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে গেল, ইঃ তারে আবার বিয়ে কর্‌বে? (দন্তে দন্ত দিয়ে) অমন বরকে ক্ষ্যাংরা মেরে জলে ফেলে দিই না। হ্যাঁলা যারা চাকুরি করে তাদের আবার পদার্থ কি, চাকুরি না ঝক্‌মারি।

প্রেম। ওলো, ছি ছি, ও কথা মুখে আন্‌তে নাই, বিধি-লিপী কাজ, যদি তোমার কপালে তারি সঙ্গে বে লেখা থাকে, ও বাপ মায় বে দিলে তুমি কি কর্‌বে ?

বিনো। (সজলনয়নে) সখি মন প্রাণ কি যখন ইচ্ছে তখন, যারে তারে দেওয়া যায় ? আমার মন প্রাণ যৌবন সকলি ত সেই দিন তাঁকে অর্পণ করেছি, তবে আবার ও কথা তুল্‌চ কেন ; তুমি ত আমার মন বেশ জান, যে এ প্রাণসত্ত্বে বিনোদিনী আর কারো প্রতি অনুরাগিণী হবে না, (রোদন করিতে করিতে) যদি পিতা মাতা একান্তই প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে, আমার আশাপথে কণ্টক দিয়ে, প্রতিরোধ কর্‌তে চেষ্টা করেন তাহলে নিশ্চয়ই জান্‌বে (বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া) এই বক্ষঃস্থল সুতীক্ষ্ণ অসির বাসস্থান হয়ে সকল যন্ত্রণা হতে মুক্ত হবে। সখিলো! আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে এসেছে, আমায় ধর। (নয়ন মুদিয়া সখির কোলে অবস্থিতি)

প্রেম। (স্বগত) আহা সখির মন নিতান্তই দ্বিজেনের প্রণয়ের পক্ষপাতিনী হয়েছে, এখন বোঝাতে গেলে আরো বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে ; (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে) বিধাতা, কেন এমন সরলার কোমল হৃদয়ে প্রেম-কীটের বাসস্থান হল ? হায় এ নিষ্ঠুর কীটকে বহির্গত কর্‌তে গেলে নিশ্চয়ই কুসুম মুকুলটী শুষ্ক প্রাপ্ত হবে, আমি এখন কি করি ? যেপ্রকার

অবস্থা দেখ্‌ছি তাতে সখির অদৃষ্টে কি আছে জানি না। (প্রকাশ্যে) সখি আশ্বস্তা হও, অমন হয়ে রৈলে কেন? আমি তোমার উপায় না করে কি এসেছি?

বিনো। (ব্যগ্র হয়ে) তাই বলনা যে উপায় করে এসেচ, এজন্যে আমাকে তবে এত কাঁদাচ্চ কেন?

প্রম। ও ভাই তোমার যে আন্ বল্‌তে টান্ সয় না দেখ্‌ছি।——ওলো!

এখনই এত ব্যস্ত পরে কি হইবে।
এক হাতে দুই হাত, যখন মিলিবে॥
ক্ষুধা পেলে দুই হাতে, গেলা ভাল নয়।
সবুরেতে কার্য্যসিদ্ধি, জানিবে নিশ্চয়॥

বিনো। আবার কেন ভাই অন্য কথা পেড়ে বস্‌লে, এখন বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে কাজের কথা বল।

প্রম। (চুপে চুপে) আমি তথায় যাবামাত্রে, দ্বিজেন ছুটে এসে আমায় বল্লেন, "প্রমদা তোমার সখি কেমন আছেন বল, আহা আমি আর দেখা কর্‌তে পারি নাই বলে তোমার সখি, আমার বিনোদিনী,—আমাকে নিশ্চয়ই প্রবঞ্চক বিবেচনা করেছেন, না জানি সেই ইন্দুবদনার কোমল প্রাণে কতই কষ্ট হচ্চে, হায় আমি নিষ্ঠুর!"

বিনো। (স্বগত) আহা কি সৌজন্যতা, কথাগুলি

শুনে যেন কর্ণ শীতল হল; আমি যে তাঁর প্রতি এত অনুরাগিণী হয়েচি তা তিনি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছেন (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ ভাই তার মনের ভাব কি—

প্রম। (গাত্রে টিপ্‌ দিয়া) ওলো এ দিকে সন্ধ্যে হয়ে এলো ; এখন আর কথার উপর কথা না বলে স্থির হয়ে শুন যা বলি। (হস্তনেড়ে)

যার জন্যে পাগলিনী, হইয়াছ ধনি।
তোমা হতে আরো ব্যস্ত, তব গুণমণি॥
চুম্বক তুমি লো সখি, লৌহ সেই জন।
প্রতিক্ষণে পরস্পর হচ্চে আকর্ষণ॥
দেখাদেখি ঠেকাঠেকি, শীঘ্র হবে ভাই।
উতলা হোয়না সখি, আর দেরি নাই।
মন দিয়ে শোন ধনি, যার কথা কই।
এক হাতে তালি কভু নাহি বাজে সই॥

বিনো। সখি আর ছড়াকাটাতে হবে না, এখন শেষে কি করে এলে বল না।

প্রম। আমি সব কথা শুনে, বলে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম এখন এর উপায় কি ? তা তিনি বল্লেন "এক সহজ উপায় আছে কিন্তু সেটী তোমার সখির দয়ার উপর নির্ভর" (কর্ণে কর্ণে বলিয়া প্রকাশ্যে) আর তোমার বিশ্বাসের জন্যে এই

অঙ্গুরী দিয়ে বলে দিলেন "যদি এই সামান্য উপহার তোমার সখি গ্রহণ করেন তবে বিশেষ চরিতার্থ হবো।" তা এই লও। (অঙ্গুরি প্রদান)।

বিনো। (আহ্লাদে আংটী হৃদয়ে রাখিয়া) সখি অন্যের লক্ষ দান অপেক্ষা তার সামান্য দান আদরণীয়! আহা কি সুন্দর আংটী, যার স্বভাব সুন্দর তার সকলি সুন্দব (হস্তে পরিয়া) দেখ ভাই কেমন দেখাচ্চে। (নিকটে গিয়া) তা বেশ উপায় হয়েচে. আমারও ইচ্ছা যে ব্রাহ্মমতে বিয়ে হয়ে ভারত আশ্রমে থাক্‌বো, শেষে যাহয় হবে; তা সখি ওই কালিবাড়িতে কি পরশু যেতে বলেচেন? (চতুর্দ্দিক দেখে) তবে আর এ কাজে বিলম্ব করা উচিত নয়।

প্রম। হ্যাঁলা পাল্কি চড়ে সেই কারা এসেছিল? ভাই কথায় কথায় জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভুলে গেচি।

বিনো। সেদিন আমার অসুখ হযেচে বলে বাবা ডাক্তার বোদ্দি এনেছিলেন. তা ভাই একি যথার্থ রোগ যে দেখা মাত্রেই চিনে ফেল্‌বে, কিন্তু ভাই বোদ্দি বেটা আকে অঙ্কুরে কতক কতক বলেছিল যে চিন্তাজ্বর।

প্রম। আঃ কপাল, এই জন্যে ডাক্তার বোদ্দি? রক্ষা পেলাম ভাই, বালাই তোর কেন রোগ হবে? শত্রুর হক্‌না।

(নেপথ্যে) ওলো বিনোদিনী বাড়ী আয়না, সন্ধ্যে হয়ে

এলো, এখনও পোড়া গল্প কি ফুরায় না; বাড়ি এসে কথা বার্ত্তা হয় না কি? এখন বাড়ি আয়।

প্রম। (ব্যস্তভাবে) চল ভাই তোমার মা কত ঝকড়া কর্‌চেন।

বিনো। (অনুচ্চস্বরে) বেশি দিন আর মাকে বোক্‌তে হবেনা, সেই দিনটা এলেই হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোবিন্দপুরস্থ প্রকাশ্য পথ।

কেশবলাল ও গোপালের প্রবেশ।

গোপা। (যাইতে যাইতে) হা কেশব! সেদিন তোমাকে কে না ডেকে নিয়ে গেছলো, তার পর কি হলো বলনা ভাই।

কেশ। আর কি হবে, সেই বিয়ের জন্যে আমাকে দেখ্বে বলে ডেকে নিয়ে গেছ্লো।

গোপা। দেখা শোনা হয়ে শেষ কি স্থির হল? তোমায় দেখে তোমার শাশুড়ির পচন্দ হয়েছে তো?

কেশ। (সগর্ব্বে) পচন্দ আবার হবেনা, আমি একাজ কল্লে তারা হাতে হাতে স্বর্গ পায়, এজন্য আমাকে তারা কত অনুরোধ কর্‌ছে, এমন কি তাদের যা কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে সমস্তই আমাকে দিতে স্বীকার।

গোপা। এরূপ যদি হয় তবে ভাই আর কালব্যাজ করে কাজ নাই। এমন সুবিধা কি কেউ ছাড়ে ভাই? আমি হলে ভাই বাসী হতে দিই না; তবে মেয়েটী দেখ্‌তে শুন্‌তে কেমন একবার দেখা আবশ্যক। শুধু বিষয়ের লোভে যে

সে একটা মেয়ে ঘরেতে আনা যায় না। বার মাস ত্রিশ দিন যার সঙ্গে ঘরকন্না কর্ত্তে হবে।

কেশ। দেখ গোপাল যদি তাকে তুমি একবার দেখ, তা হলে তুমি মরে গেলেও ভুলতে না পেরে সময়ে সময়ে এক এক বার মনে করবে। তার যেমন বর্ণ ফরসা তেমনই অঙ্গ অবয়ব। তুমি যে অঙ্গটী দেখবে তার সেইটাকেই প্রশংসা করবে।

গোপা। তবে ভাই এই দণ্ডেই কাজ হাত করে নাও; বিলম্বে অনেক বিঘ্ন।

কেশ। এ কাজ আর হাত ছাড়া হবার নয়; আগামি সোমবারে নিশ্চয়ই কার্য্য সমাধা হবে।

গোপা। (আহ্লাদে) তবে ভাই আজ আমাকে পেট ভরে খাওয়াতে হবে; তোমার সঙ্গে যে কথা আছে বিয়ের সময় আচ্ছা করে ভোজন দেবে, তা ভাই আজ অবধি সেটী আরম্ভ কর আমিও নিত্য নিত্য আশীর্ব্বাদ করতে থাকি। শেষ বে হয়ে গেলে ভাল করে বিদায় আদায় কর। (উদরে হস্ত দিয়া) উদর ঠাণ্ডা হও; আর তুমি আমাকে পিতৃঅন্ত করও না। এই তোমার আশা সফল হয় দেখনা—(কেশ-বের প্রতি) চল ভাই কি খাওয়াবে চল, শেষ পিত্তি পড়ে গেলে আর খেতে পারবো না। (হস্ত ধরিয়া আকর্ষন)

কেশ। ওকি হে এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? আগে বিয়েই হোগ তবেত খাবে। এখন কোথায় কি তার ঠিকানা নাই; এদিকে আজকে ওঁকে খাওয়াও; (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে) ভেতর ভেতর যে কত কাণ্ড হচ্ছে তা জানবে কি করে, কেবল খেতে জান বৈত নয়।

গোপা। (হস্ত ছাড়িয়া) সে আবার কি কথা? এই যে বল্লে দিন পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গেছে, তবে আবার কিসের গোল?

কেশ। না বেশী কিছু নয়? যখন তার পিতামাতার সম্পূর্ণ মত রয়েছে, তখন একা বিনোদিনীর অমতে কি এসে যায়? (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তবে শুভ কার্য্য কি না; সর্ব্ববাদী সম্মত হলে ভাল হয়।

গোপা। (সবিস্ময়ে) কি? বিনোদিনীর কি তোমায় বিবাহ করবার মত নাই? তবে তার অভিপ্রায় কাকে বিবাহ করবে?

কেশ। মত কি অমত তা স্পষ্ট করে কিছু বলে না। অথচ বিয়ে বলে যে রূপ আমোদ করা উচিত, তা সে কিছুই করে না; বরং সর্ব্বদাই যেন বিরক্ত। (চুপে চুপে) তার ইচ্ছা দ্বিজেন্দ্র রায়কে বিবাহ করে, কিন্তু সে কাজ কোন মতেই হ'তে পারে না। মেয়ের মত হ'ক আর নাই হ'ক।

গোপা। (উচ্চৈঃস্বরে) আঃ রেখে দাও, আজ পর্য্যন্ত প্রায় মেয়ের মত নিয়ে কিনা বিবাহ হয়? রাজদত্তা ভূমি, ও পিতৃদত্তা কন্যা। যখন বাপমায়ে বিবাহ দিচ্ছে তখন রাখে কে? এই তোমার গোল? এখন খাওয়াবে চল।

কেশ। তার বাপ্‌মার ত কথাই নেই কিন্তু আমারও প্রতিজ্ঞা যে ছলে বলে যে প্রকারেই হ'ক বিনোদিনীকে বিবাহ কর্ব্বোই কর্ব্বো। (সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) ঐ সেই দ্বিজেন ও তাহার বন্ধু এই দিকেই আস্‌ছে।

গোপা। (কানে কানে) এস ভাই কথায় কথায় বিবাদ বাধিয়ে উত্তম মধ্যম প্রহার দেওয়া যাক্। বেটা যেমন তোমার সুখের ব্যাঘাত কর্‌তে বসেছে।

কেশ। (মাথা নাড়িয়া) আসুগ না তাই হবে।

(দ্বিজেন্দ্র ও মণিলালের প্রবেশ)

মণি। আবার কোথা যাও ভাই, এস এখন বাড়ী যাওয়া যাক্।

দ্বিজে। বেশ বেড়াতে বেড়াতে যাওয়া যাচ্ছে, তাতে আর ক্ষতি কি? সন্ধ্যাই হ'ক্, তারপর বাড়ী যাওয়া যাবে।

মণি। সন্ধ্যের অগ্রে কোথায় যাবে বলেছিলে? এর পর সন্ধ্যা হলে কি ক'রে যাবে, আমি সেই জন্যই ব্যস্ত হয়েছি।

দ্বিজে। (বন্ধুর হস্ত টিপিয়া) চুপকর, দেখ্‌তে পাচ্চোনা আমার পরম শত্রু কার সঙ্গে কথা কৈতে কৈতে এই দিগে আস্‌ছে। এসব এখন থাক্; দেখনা ওরা এসে কি বলে?

কেশ। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) কিগো দ্বিজেন বাবু কোথায় যাওয়া হচ্চে?

দ্বিজে। আপনি যা কর্ত্তে বেরিয়েছেন আমিও তাই কর্‌তে বেরিয়েছি।

কেশ। (নয়ন ভঙ্গী করে) বেড়াচ্ছো বটে কিন্তু কিছু ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছো না; তা বিফল চেষ্টা করা; 'দায়-মুদ্দই রাজি কি কর্‌বে তার কাজি?'

দ্বিজে। (নম্রভাবে) মহাশয় আপনি এত ব্যাঙ্গ কর্‌ছেন কেন? আমিতো আপনাকে কোন ব্যাঙ্গের কথা বলি নাই। আপনিও বাতাসে বেড়াচ্ছেন আমিও বেড়াতে এসেছি, এতে এরূপ আলাপ কেন কর্‌ছেন।

কেশ। নাওনা আর কেন চালাকি কর, তোমার মত বড়লোকের ছেলে হাটে পথে ঢের দেখা যায়।

দ্বিজে। আপনি বারম্বার সামান্য কথা ব্যবহার কর্‌ছেন কেন? আমি যেখানে আপনি বলে সম্বোধন কর্‌ছি?

কেশ। তাই বলে কি তোকে মহাশয় বল্‌তে হবে নাকি? কি আমার গুরুপুত্র এলেন দেখনা।

মণি। ওকি কেশব, ক্রমে যে বড় বাড়িয়ে দিলে হে, যত না কথা বল্‌ছি ততই যাইচ্ছেতাই বল্‌ছো; কেন বন্ধু তোমাকে কি মন্দ কথাই বল্‌ছেন আর তুমিইবা কি উত্তর দিচ্ছো, ভদ্র সন্তানের বিবেচনা করে কথা বলা উচিৎ।

কেশ। (উগ্র ভাবে) দেখ্ মণে, তোকে আবার গালিশ কর্‌তে কে ডাক্‌লে রে; চুপ করে থাক্ নচেৎ বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়ে দেবো।

মণি। (রাগভরে) কিবল্লি পামর, ঐ মুখে আবার শিক্ষা দেবে, সে তোর ক্ষমতায় নয়, এই আমরা এখানে থাকলেম, তোর বাড়িতে যদি কেউ থাকে তাকে সুদ্ধ ডেকে নিয়ে আয়।

কেশ। (গোপালের প্রতি) গোপাল? মার বেটাদের, দেখি পাপাত্মাদের কে রক্ষা করে (মারিতে অগ্রসর)

দ্বিজে। কেন অকারণ বিবাদ কর্‌চো ক্ষান্ত হও।

মণি। দেখ্‌চো কি বন্ধু, বেটাদের উত্তম মধ্যম না বসালে, পাষণ্ডেরা ক্ষান্ত হবেনা (সজোরে মারিতে আরম্ভ)

গোপা। (মার খাইতে খাইতে) ও বাবা আর আমায় মেরো না বাবা; বাবু আমি তোমার গোলাম বাবা; গরিব বামন মেরে কি হবে বাবা, আমি তোমাদের চিরকেলে বাবা,

আমায় ছেড়ে দাও, আমি পালাই (ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে প্রস্থান।)

কেশ। (দ্রুত পালাইতে পালাইতে) ওরে এবেটারা আসল ডাকাত্ রে. এরা এখনি খুন করেছিল আরকি (নেপথ্যে) আচ্ছা বেটারা থাক্, দেখ্‌বো কিকরে বিয়ে করিস্।

দ্বিজে, মণি। (পশ্চাত ধাবিত হয়ে) ধর বেটাকে আবার (সকলে প্রস্থান)

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কালীর মন্দির।

(বিনোদিনী ও প্রমদা উপবিষ্ট।)

প্রম। ওলো! স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়, ওটা অলিক চিন্তা বৈত নয়, তুমি যে এত চিন্তা কর্‌ছো কেন, লোকে বলে অমঙ্গল স্বপ্ন দেখ্‌লে নিশ্চয় মঙ্গল হয়।

বিনো। (উৎসুক ভাবে) সখি! তবে তা. আস্‌তে এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? কখন ত তার কথা কিম্বা কাজের চুল বিন্দু এদিক ওদিক হয় না, তবে এমন হচ্ছে কেন।

প্রম। হ্যালা তোর কাগ্‌চি-পানা দেখে আর আমি বাঁচিনা; একি ব্যস্ত হবার কাজ, এতে ধৈর্য্য চাই বুদ্ধি চাই যোগাড যন্ত্র অনেক চাই তবে না কার্য্যসিদ্ধি হয়, ওলো শুদ্ধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না।

বিন। সখি ? আমি সব বুঝি কিন্তু মন আমাকে ক্রমেই অধৈর্য্য ক'রে তুলছে; সখি নাথের বিরহ যন্ত্রনা আর কতক্ষণ সহ্য কর্‌বো। (স্বগত) হৃদয় আশ্বাবিতা হও, অধিক উতলা হয়ে কেন কষ্ট পাচ্চো ? হৃদয়েশ যখন আমাকে এখানে আস্‌তে বলে দিয়েছেন, তখন তিনি কোনমতে স্থির হয়ে থাক্‌বেন না, তুমি অচিরাৎ তাব সন্দর্শন লাভ করবে (প্রকাশ্যে) সখি একবার অগ্রসর হয়ে দেখ্‌লে হয় না ?

প্রম। (বিনদিনীর চিবুক ধরে) ওলো একবার আমার পানে চেয়ে শুন।

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ তাল কাওয়ালী।

কেন আর প্রাণসখি ভাবিতেছ অকারণ।
এখনি তোমারি কান্ত এসে দিবে দরশন॥
তুমি প্রফুল্লানলিনী, মধু লোভি অলি তিনি,
তোমারে তেজিয়ে ধনি, না রহিবে কদাচন॥

(গীত সমাপ্ত ক'রে) ওলো মধুর আঘ্রাণ পেলেই ষট্‌পদ শঠতা ত্যেজে, নিশ্চয়ই উড়ে আস্‌বে, পদ্মিনী তাকে কি ডাক্‌তে যায় ?

স্থির হয়ে থাক বসে, ওলো সহচরি।
বঁধু তব সাধ্‌বে এসে, চরণেতে ধরি।
তখনই ভাসিবে ধনী, আনন্দ সলিলে।

এ ভাবনা এত ক্লেশ, সব যাবে ভুলে ॥
মনোসুখে ওলো সখি, দিবস যামিনী।
ভুঞ্জিবে অপার সুখ, লয়ে গুণমণি ॥
সরোবরে ফুটে যদি, কমলের কলি।
তারে ত্যজে কভু স্থির, নাহি থাকে অলি ॥
উড়ে এসে যুড়ে বসে, কাব গুণ গুণ।
মধু খেতে মত্ত হয়, হইয়ে নিপুণ ॥
কেন বল প্রাণসখি, ভাব অকারণ।
শীঘ্র তব সখা সনে, হবে সন্দর্শন ॥

বিনো। (সলজ্জভাবে) বারম্বার আমায় কেন লজ্জা দাও। সখি আমার মন প্রাণ ক্রমশই আকুল হয়ে উঠ্‌চে।

প্রেম। প্রাণসখি স্থির হও, এত উতলা হইও না।

বিনো। দেখ ভাই আমার হৃদয়ে যেন শত শত শেল আঘাত হচ্চে; ওঃ আমার প্রাণ প্রতি মহূর্ত্তেই কেঁদে কেঁদে উঠ্‌চে কেন, (রোদন করিতে করিতে) বুঝি প্রাণনাথের কোন অমঙ্গল ঘটে থাক্‌বে।

প্রেম। (এক হস্তে সখির গলা ধারণ অন্য হস্তে চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে) হ্যালা সখি শুভকার্য্যে কি রোদন কর্‌তে আছে, রোদন যে অলক্ষণের চিহ্ন তাকি তুমি জান না, স্থির হও তিনিও হয় ত আগতপ্রায়।

বিনো। অমঙ্গল নৈলে কি আর রোদন করচি, আমার

মনে কিছুতেই মঙ্গল বলে প্রবোধ মানচে না, সখি আমি বুঝি এ জনমে প্রাণনাথের পাদপদ্ম দর্শন কর্‌তে পেলাম না (রোদন)।

প্রম। (স্বগত) আজকের লক্ষণটা আমার কাছে শুভজনক বলে বোধ হচ্চে না; পোড়া স্বপ্নটা সফল না হলেই বাঁচি; (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে) আমরা মায়ের একান্ত শরণাগতা, এখন মা কালির মনে যা থাকে তাই হবে। (প্রকাশ্যে) সখি আর কেঁদনা চুপ কর ভাই, মা কালী অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি কর্‌বেন (ত্রস্ত ভাবে) দেখ ঐ যেন কারা এই দিকে আস্‌চে; এস আমরা অন্তরালে যাই। (প্রতিমার অন্তরালে লুক্কায়িত)

হঠাৎ কেশবলালের প্রবেশ।

কেশ। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া) এই না কথা শুন্‌লাম, এর মধ্যে কোথায় গেল; ব্যাপারখানা কি; (প্রতিমার পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া ব্যস্তভাবে) একি বিনোদিনী, সন্ধ্যে বেলায় তুমি ও প্রমদা এখানে কি জন্যে এসেছ?

বিনো। (সভয়ে সখির পশ্চাতে নিরবে লুক্কায়িত)

কেশ। (নিকটে গিয়া) বিনোদিনী আমার কথায় উত্তর দিচ্চ না কেন? আমি কি তোমার কথারও পাত্র নই?

প্রম। মহাশয়! সখি এবং আমি কালীদর্শন কর্‌তে এসেছি তা--

কেশ। (ব্যঙ্গভাবে) তুমি বিনোদিনীর হয়ে উত্তর দিচ্চ কেন, বিনোদিনীর কি মুখস্বরূপা তুমি, না নিজের বাক্‌শক্তি নাই বলে তোমাকে বরাত দিয়েছেন, তা বোধ হয় আমার দুরাদৃষ্ট বলেই আমার সঙ্গে কথা কৈলেন না।

প্রম। দেখুন আমরা অবলা জাতি, তাতে আবার সখি অতিশয় লজ্জাশীলা বলেই উত্তর দিতে সক্ষম হচ্চেন না।

কেশ। এখন যেন লজ্জা করে বাঁচতে চাচ্চেন, বিয়ে হলে কি কর্‌বেন? (বিনোদিনীর প্রতি) দেখ সুন্দরি এখানে আর লজ্জা কব্‌চ কারে, প্রমদাতে তোমাতে যখন একাত্মা সেস্থানে তুমি সচ্ছন্দে কথা কও।

প্রম। (বিরক্তভাবে) মহাশয় আমরা স্ত্রীলোক, একাকিনী দেবী দর্শন কর্‌তে এসেছি, এ সময় আপনার এখানে আসা ভাল হয়নি, বিশেষ আমাদের গুরুজনের ভয় আছে, তা এস্থলে থাকা আপনার অনুচিত।

বিনো। (স্বগত) এ পাপ আবার কোথা হতে এসে জুট্‌লো, হতভাগাকে দেখে পর্য্যন্ত আমার অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপ্‌চে, প্রমদা এত বল্‌চে তবুও নড়্‌চে না কেন? অবশ্যই ওর মনে কোন কুমতলব আছেই আছে (অনুচ্চস্বরে প্রমদার কাণে কাণে) ওলো চল্ ভাই আমরা বাড়ি যাই।

কেশ। (নিকটে গিয়া) বিনোদিনী! আমাকে এত

লজ্জা কর্‌চ কেন, তুমি নিশ্চয় জেন কেশব একান্তই তোমার দাস, দেখ আমি তোমার গলার স্বর শুন্‌তে পেয়ে প্রয়োজন ত্যাগ করে তোমায় দেখ্‌ব ও আলাপ আমোদ কর্‌ব বলে এখানে এসেছি. বিশ্বাস না হয বেরিয়ে দেখ পাল্কা সঙ্গে কি না (হস্ত ধরে দেখাতে উদ্যত)

বিনো। (অন্তরে গিয়া সকোপে) দেখ কেশব সাবধান, কখনই আমাকে স্পর্শ কবো না, এখন বল্‌চি আমার সন্মুখ হতে অন্তর হও।

কেশ। বিনোদিনী কেন আর কপটতা করে আমার সহিত নির্দয় ব্যবহার কর্‌চ; আমি নিশ্চয় বল্‌চি আমি তোমার অন্তর হতে কখনই অন্তর হোতে পাব্‌ব না, সুন্দরি, তোমাকে মিনতি কর্‌চি আমার প্রতি প্রসন্না হয়ে, আমার জীবন রক্ষা কর। (পদ ধরিতে উদ্যত)

বিনো। (রাগভরে উচ্চৈঃস্বরে) নির্লজ্জ বেহায়া তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা; আমাকে স্পর্শ কর্‌লে তোর কখনই মঙ্গল হবে না, বিনোদিনীকে তুই নিশ্চয় তোর গর্ভধারিণী জ্ঞান করে এই দণ্ডেই এখান হতে দুর হযে যা (পদ দর্শাইয়া) নচেৎ তোকে—

প্রম। (সভযে) সখি কর কি স্থির হও (হস্ত ধরিয়া অন্তরে লওন)

কেশ। (ক্রোধে ওষ্ঠাধর দংশন পূর্ব্বক) রে ছদ্মবেশ-ধারিণী, দুশ্চরিত্রা পাপীয়সী তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আমাকে অবমাননা করিস্। এ হৃদয়ক্ষেত্রে কি মাধবিলতা ভ্রমে বিষলতা রোপণ করেছি? দেখ্ আজ তার মূলচ্ছেদ করে তোর কি দশা করি, (বহ্বাস্ফোট করিয়া) নিশ্চয়ই তোকে বলপূর্ব্বক ধরে ঐ পাল্কী করে নিয়ে গিয়ে যা ইচ্ছা শাস্তি প্রদান কবব, দেখি কোন পাপাত্মা তোকে রক্ষা করে (উচ্চৈ-স্বরে) ওরে তোরা পাল্কি প্রস্তত কর, আমি এই চণ্ডালিনীকে বেঁধে নিয়ে আস্‌ছি। (বলপূর্ব্বক ধরিতে উদ্যত)

বিনো। (রোদন করিতে করিতে) মা বসুন্ধরা, তুমি দ্বিধা হও; আমি তোমার ক্রোড়ে প্রবেশ করি, নচেৎ এ দুরাত্মার মর্ম্মভেদী বাক্য আর সহ্য হয় না। মা সিদ্ধেশ্বরী! আপনি আমাকে এই পাষণ্ডের হস্ত হইতে রক্ষা করুন, যেন এ কুলাঙ্গার আমায় স্পর্শ না করে। (নয়ন মুদিয়া) হা জননী এই অসহায়া বালিকার কথায় কেউ কর্ণপাত করলেন না? তা কর্‌বেন কেন? মৃন্ময়ী ও পাষাণময়ীতে দয়া অসম্ভব। (উচ্চৈঃস্বরে) হা নাথ তুমি কোথায়? একবার এসে তোমার সহায়হীনা বিনোদিনীর দশা স্বচক্ষে দেখে যাও। কান্ত! আজ তোমায় হৃদয়রাজ্যে রাজা করে, মন যৌবন উপহার দেব বলে এখানে এসেছিলেম, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত

চণ্ডালস্পার্শে দেহ অপবিত্র হওয়ায়, তার প্রায়শ্চিত্ত কত্তে প্রস্তুত হয়েছি। প্রাণবল্লভ! এ সময়ে যদি একবার তোমার চরণ দর্শন পেতেম, তা হলে অন্তিমকালে এ জন্মের মত নয়নভরে দেখে, মনের সুখে চিরবিদায় হতেম! হা জীবন-সর্ব্বস্ব!—তোমার বিনোদিনীর আশালতা আজ সমূলে উন্মু-লিতা হল!!! হৃদয়েশ! দাসী তোমার চরণে চিরবিদায় চাচ্চে, কিন্তু নাথ, মৃত্যুকালে তোমায় দেখে মনের আক্ষেপ নিবারণ কর্‌তে পার্‌লেম না। প্রাণাধিক! জন্মান্তরে যেন তোমাকে পাই। (সখির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রিয়-সখি প্রমদা! তোমার সঙ্গে বিনোদিনীর এই শেষ দেখা! সখি! জনক জননীর চরণে আমার প্রণাম জানাইয়ে বল্‌বে,—তোমাদের সাধের বিনোদিনী আজ নারীধর্ম্ম রক্ষার জন্য, মা কালীর সম্মুখে নিজপ্রাণ বলি প্রদান করে সতীত্বের পরিচয় দিয়েছে। এ হতভাগিনীর নাম যেন আর তাঁদের পবিত্র ওষ্ঠে উচ্চারিত না হয়। সখিরে! এ জনমের মত আমার আশা ভরসার এই চরম!! (ত্রস্ত-ভাবে প্রতিমার হস্ত হইতে অসি লইয়া) চণ্ডাল এই তোর স্পর্শের প্রায়শ্চিত্ত। (নিজ বক্ষে অসি আঘাত ও পতন)

প্রম। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে) হায়! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! সখি! তুমি অমন হয়ে পড়্‌লে কেন?

(কপালে করাঘাত করিয়া) হায়! সত্য সত্যই আমাদের কি কপাল ভাংল? সখি! আমাকে সঙ্গিনী না করে তুমি কোথায় যাও? একটু অপেক্ষা কর আমি পাপাত্মার শাস্তি দিয়ে তোমার সঙ্গিনী হই। (দ্রুত অসি লইয়া কেশবের গলদেশে আঘাত করিয়া উন্মত্তভাবে) ওরে নরপিশাচ! নারী-হন্তা পামর! তুই কি এই কর্ত্তে এখানে এসেছিলি? এখন পাপাত্মা তোর এই উচিত প্রায়শ্চিত্ত হল। (বিনোদিনীর প্রতি) সখি! তোমার প্রমদাও তোমার চিরসঙ্গিনী হল একবার চেয়ে দেখ (নিজগলে অসি আঘাত ও পতন)

(নেপথ্যে) কি কর, কি কর, প্রমদা।

বেগে দ্বিজেনের প্রবেশ।

দ্বিজে। (চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া) হা জীবিতেশ্বরি! (বিনোদিনীর দেহপার্শ্বে পতিত ও মূর্চ্ছিত ও কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বিনোদিনীকে ক্রোড়ে লইয়া) প্রাণেশ্বরি! আমায় পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় যাচ্চ? হায়! আমিই এই অনর্থের মূল। (বক্ষে করাঘাতপূর্ব্বক) রে নিষ্ঠুর প্রাণ! তুই এখনও বহির্গত হচ্ছিস না কেন? ওঃ! আর যে যাতনা সহ্য হয় না। প্রেয়সি! একবার আমার কথায় উত্তর দাও! হা—প্রণয়িনি! হা হৃদয়েশ্বরি! জীবনসর্ব্বস্ব বিনোদিনী! তুমি কি যথার্থই আমাকে পরি-

ত্যাগ করে চল্লে ? তা কখনই পার্‌বে না। হায। তোমার বিরহ আমি কখনও সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না।

বিনো। (নিমীলিত নেত্রে) না—থ——বি—দা—য।
(রক্তবমন ও প্রাণত্যাগ)।

দ্বিজে। (উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে করিতে) হা প্রাণ প্রতিমে বিনোদিনি! সত্যই কি তুমি আমায় পরিত্যাগ করে চলে গেলে? এজনমে আর কি তোমার সাক্ষাৎ পাবোনা? নিষ্ঠুর বিধাতা! অঙ্কুরোন্মুখ কণকলতা উন্মুলিতা করবার জন্যই কি এত সুন্দরি কোরে সৃজন করেছিলে! (দণ্ডায মান হইয়া) রে পাপ প্রাণ! তুই অনায়াসে স্বচক্ষে জীবিতে-শ্বরির মৃত্যু দেখে এখন ও আমার দেহ হতে বহির্গত হচ্ছিস না। আয় তোকে বলপূর্ব্বক বহির্গত করি।

(বক্ষে করাঘাত করে উন্মত্ত হইয়া নাচিতে নাচিতে) হায় আজ আমার হৃদয় ক্ষেত্রের কুসুমলতা সমূলে উন্মুলিতা হ'ল। (বেগে প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।